ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1071-1078
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.324

মার্কসের ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ও গ্রামসির সাংস্কৃতিক আধিপত্য: রাজনৈতিক দর্শনের একটি সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ

প্রিয়াঙ্কা সাধুখাঁ, *গবেষিকা, দর্শন বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 12.03.2026; Accepted: 26.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Karl Marx, the nineteenth-century philosopher, profoundly transformed modern social and political thought through his theories of historical materialism and class struggle. His framework emphasized that economic structures fundamentally shape society's political, legal, and cultural institutions. However, the anticipated proletarian revolution in Western societies did not materialize in the twentieth century, prompting the Italian Marxist thinker Antonio Gramsci to reinterpret Marxist theory.

Gramsci argued that social power is maintained not only through economic dominance but also through cultural and ideological leadership. He introduced the concept of cultural hegemony, emphasizing the role of civil society, educational institutions, media, and intellectuals in shaping social consent and sustaining the authority of ruling classes. The paper examines Marx's historical materialism and then analyses Gramsci's theoretical innovations, including the distinction between political society and civil society, the organic intellectual, and the strategic concepts of War of Position and War of Manoeuvre.

Furthermore, the study situates Gramsci's thought in dialogue with Lenin, Althusser, and post-Marxist theorists, highlighting how he extends Marxist analysis beyond purely economic determinism. The findings demonstrate that Gramsci simultaneously preserves Marx's theoretical legacy and reconstructs it into a distinct political philosophy, offering a nuanced framework for understanding modern social, cultural, and ideological dynamics.

Keywords: Marxism, Gramsci, Historical Materialism, Cultural Hegemony, Civil Society

উনবিংশ শতকে কার্ল মার্কস সমাজ ও ইতিহাসের একটি মৌলিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন, যা আধুনিক সামাজিক ও রাজনৈতিক দর্শনের ক্ষেত্রে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। তার মতে মানব সমাজের ইতিহাস মূলত শ্রেণিসংগ্রামের ইতিহাস।[i] এই শ্রেণিসংগ্রামের মূল কারণ নিহিত রয়েছে উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে।

মার্কসের ঐতিহাসিক বস্তুবাদ অনুসারে সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও চিন্তাধারাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন—

> "The mode of production of material life conditions the social, political and intellectual life process in general."[ii]

এই বক্তব্যের মাধ্যমে মার্কস বোঝাতে চেয়েছেন যে মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন মূলত তাদের বস্তুগত উৎপাদন ব্যবস্থার দ্বারা নির্ধারিত হয়।

উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোরও পরিবর্তন ঘটে। উদাহরণস্বরূপ, সামন্ততান্ত্রিক সমাজে জমির উপর অভিজাত শ্রেণির নিয়ন্ত্রণ ছিল এবং রাজনৈতিক ক্ষমতাও সেই শ্রেণির হাতে কেন্দ্রীভূত ছিল। কিন্তু শিল্প বিপ্লবের ফলে যখন পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, তখন অর্থনৈতিক ক্ষমতা শিল্পপতি ও বুর্জোয়া শ্রেণির হাতে কেন্দ্রীভূত হয়।[iii]

এই প্রেক্ষাপটে অ্যান্তোনিও গ্রামসি মার্ক্সীয় তত্ত্বকে নতুনভাবে বিশ্লেষণ করে সমাজে সাংস্কৃতিক শক্তির গুরুত্ব তুলে ধরেন।

সাহিত্য পর্যালোচনা:

মার্কস এবং গ্রামসির দর্শন নিয়ে আধুনিক রাজনৈতিক দর্শন ও সমাজতাত্ত্বিক আলোচনায় ব্যাপক গবেষণা হয়েছে। বিভিন্ন দার্শনিক ও সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাবিদ মার্কসের ঐতিহাসিক বস্তুবাদ এবং গ্রামসির সাংস্কৃতিক আধিপত্য তত্ত্বের উপর বিশদ আলোচনা করেছেন।

মার্কস তার *A Contribution to the Critique of Political Economy* গ্রন্থে অর্থনৈতিক ভিত্তি এবং উপরিকাঠামোর সম্পর্কে বিশ্লেষণ করেছেন।[iv] এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থা সমাজের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোকে প্রভাবিত করে (Marx 1859)। এই ধারণাই পরবর্তীকালে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ তত্ত্বের ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

গ্রামসি তার বিখ্যাত *Prison Notebooks*-এ মার্কসবাদকে নতুনভাবে বিশ্লেষণ করেন এবং সাংস্কৃতিক আধিপত্য ধারণা উপস্থাপন করেন।[v] তিনি দেখান যে সমাজে ক্ষমতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক এবং আদর্শগত শক্তির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে (Gramsci 1971) । গ্রামসির মতে শাসক শ্রেণি কেবল অর্থনৈতিক শক্তির মাধ্যমে নয়, বরং সাংস্কৃতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেও সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে।

অ্যান্ড্রু হেওউড আধুনিক রাজনৈতিক মতাদর্শের আলোচনায় গ্রামসির চিন্তাকে মার্কসবাদী তত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্প্রসারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। (Heywood 2017)[vi]

পরবর্তী মার্কসবাদী চিন্তাবিদ লুই আলথুসার রাষ্ট্রের আদর্শগত কাঠামো বিশ্লেষণ করতে গিয়ে Ideological State Apparatus ধারণা উপস্থাপন করেন, যা গ্রামসির চিন্তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।[vii] (Althusser 1971)

এছাড়া রজার সাইমন এবং স্টুয়ার্ট হল গ্রামসির সাংস্কৃতিক আধিপত্য ধারণাকে আধুনিক সাংস্কৃতিক অধ্যয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে বিশ্লেষণ করেছেন।

তাছাড়া আর্নেস্তো লাক্লাউ এবং শঁতাল মুফ তাদের Hegemony and Socialist Strategy গ্রন্থে গ্রামসির হেজিমনি ধারণাকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করে পোস্ট-মার্কসবাদী রাজনৈতিক তত্ত্বের বিকাশ ঘটান (Laclau & Mouffe 1985) ।

এই সকল আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্ট হয় যে মার্কস ও গ্রামসির দর্শন আধুনিক রাজনৈতিক তত্ত্বে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং সমাজ ও ক্ষমতার সম্পর্কিত বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এখনও প্রাসঙ্গিক।

মার্কসের ঐতিহাসিক বস্তুবাদ:

মার্কসের মতে সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি বা Base সমাজের উপরিকাঠামোকে প্রভাবিত করে। উৎপাদন শক্তি (forces of production) এবং উৎপাদন সম্পর্ক (relations of production) সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো গঠন করে (Marx 1859) ।

এই অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে গড়ে ওঠে সমাজের উপরিকাঠামো— যার মধ্যে রাষ্ট্র, আইন, ধর্ম, নৈতিকতা এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত।[viii] মার্কস মনে করেন যে ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে সমাজের সামগ্রিক কাঠামোর পরিবর্তন ঘটে।

পুঁজিবাদী সমাজে বুর্জোয়া শ্রেণি উৎপাদনের উপকরণের মালিক এবং প্রলেতারিয়েত শ্রেণি শ্রম বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে। এই সম্পর্কের মধ্যেই শোষণ নিহিত রয়েছে। কারণ শ্রমিকদের শ্রম থেকে উৎপন্ন অতিরিক্ত মূল্য পুঁজিপতিরা দখল করে (Marx 1867) ।

মার্ক্সীয় তত্ত্ব থেকে গ্রামসির সাংস্কৃতিক আধিপত্য ধারণার বিকাশ:

মার্কসের দর্শনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হল সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি এবং উপরিকাঠামোর সম্পর্ক। মার্কসের মতে সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থা কেবল অর্থনৈতিক সম্পর্ক নির্ধারণ করে না; বরং সমাজের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, আইন, নৈতিকতা এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

এই ধারণার ভিত্তিতেই গ্রামসি তার বিশ্লেষণ গড়ে তোলেন। তবে তিনি উপলব্ধি করেন যে সমাজে ক্ষমতার কাঠামো বোঝার ক্ষেত্রে কেবল অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ যথেষ্ট নয়। কারণ তিনি মনে করেন আধুনিক সমাজে শাসক শ্রেণি কেবল অর্থনৈতিক শক্তির মাধ্যমে নয়, বরং সাংস্কৃতিক প্রভাবের মাধ্যমেও ক্ষমতা বজায় রাখে।

তিনি লিখেছেন—

"The supremacy of a social group manifests itself in two ways, as domination and as intellectual and moral leadership."[ix] এই বক্তব্যের মাধ্যমে গ্রামসি বোঝাতে চেয়েছেন যে শাসক শ্রেণি একদিকে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে আধিপত্য বজায় রাখে এবং অন্যদিকে বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক নেতৃত্বের মাধ্যমে সমাজে প্রভাব বিস্তার করে।এইভাবে বাস্তবে শাসক শ্রেণি অনেক সময় জনগণের সম্মতি অর্জনের মাধ্যমে তাদের আধিপত্য বজায় রাখে।

এই প্রেক্ষাপটে গ্রামসি সাংস্কৃতিক আধিপত্য (Cultural Hegemony) ধারণা উপস্থাপন করেন। তার মতে শাসক শ্রেণি শিক্ষা ব্যবস্থা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, সাহিত্য, গণমাধ্যম এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিজেদের মূল্যবোধকে সমাজের সাধারণ মূল্যবোধ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

ফলে শাসিত শ্রেণি অনেক সময় অজান্তেই সেই মূল্যবোধকে গ্রহণ করে এবং শাসক শ্রেণির আধিপত্যকে স্বাভাবিক বলে মনে করে। এই বিশ্লেষণ মার্কসবাদী তত্ত্বকে একটি নতুন মাত্রা প্রদান করে, কারণ এখানে সংস্কৃতি এবং আদর্শগত শক্তির গুরুত্ব বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

গ্রামসির স্বাতন্ত্র্য:

গ্রামসির দর্শনের স্বাতন্ত্র্য মূলত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণার মাধ্যমে প্রকাশ পায়।

সিভিল সোসাইটি ও রাষ্ট্র সম্পর্কে গ্রামসির বিশ্লেষণ:

গ্রামসি রাষ্ট্রের কাঠামো বিশ্লেষণ করতে গিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য নির্দেশ করেন। তার মতে রাষ্ট্রকে দুইটি অংশে ভাগ করা যায়— Political Society এবং Civil Society।

Political Society– রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগমূলক দিককে নির্দেশ করে। যেমন—পুলিশ, সেনাবাহিনী এবং প্রশাসন। এগুলি প্রয়োজন হলে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে শাসন বজায় রাখে।

Civil Society– সমাজের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ করে, যেমন—শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় সংগঠন, পরিবার এবং গণমাধ্যম।

এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন—

> "Civil society is the ensemble of organisms commonly called private."[x]

এর মাধ্যমে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে শিক্ষা, ধর্ম, পরিবার এবং গণমাধ্যমের মতো সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি সমাজে মতাদর্শ গঠনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গ্রামসির মতে আধুনিক সমাজে Civil Society অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এখানেই সাংস্কৃতিক আধিপত্যের প্রক্রিয়া কার্যকর হয়।

অর্গানিক ইন্টেলেকচুয়াল:

গ্রামসির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অবদান হল Organic Intellectual ধারণা। তার মতে প্রতিটি সামাজিক শ্রেণির নিজস্ব বুদ্ধিজীবী থাকে, যারা সেই শ্রেণির অভিজ্ঞতা এবং স্বার্থকে প্রকাশ করে।

তিনি লিখেছেন—

> "Every social group… creates together with itself organically one or more strata of intellectuals."[xi]

এই বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি দেখিয়েছেন যে সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কারণ তারা সমাজে নতুন রাজনৈতিক চেতনা সৃষ্টি করতে পারে এবং শাসিত শ্রেণিকে সংগঠিত করতে সাহায্য করতে পারে।

এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে গ্রামসি দেখিয়েছেন যে বুদ্ধিজীবীরা কেবল তাত্ত্বিক চিন্তার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

গ্রামসি ও লেনিন: বিপ্লবের কৌশলগত পার্থক্য:

লেনিন বিপ্লবকে মূলত একটি সরাসরি রাজনৈতিক সংগ্রাম হিসেবে দেখেছিলেন। তার মতে একটি সুসংগঠিত বিপ্লবী দল শ্রমিক শ্রেণিকে নেতৃত্ব দেবে এবং রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবে । লেনিনের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রকে দমন যন্ত্র হিসেবে দেখা যায় এবং শ্রমিক শ্রেণিকে স্বতন্ত্র রাজনৈতিক স্বার্থ অনুযায়ী সংগঠিত করা অপরিহার্য।

কিন্তু গ্রামসি পশ্চিমা ইউরোপীয় সমাজের জন্য বিপ্লবের একটি বিকল্প কৌশল প্রস্তাব করেন। তার মতে, সেখানে সমাজকে কেবল রাজনৈতিক দমনশক্তির মাধ্যমে পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। কারণ এখানে Civil Society (শিক্ষা, গণমাধ্যম, ধর্ম, পরিবার ইত্যাদি) অত্যন্ত শক্তিশালী।

গ্রামসি এই প্রেক্ষাপটে বিপ্লবের দুটি কৌশলগত ধারণা প্রবর্তন করেন:

War of Manoeuvre– এটি লেনিনের ধারার বিপ্লবের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। অর্থাৎ, সরাসরি রাজনৈতিক শক্তি ব্যবহার করে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করা।

War of Position– দীর্ঘমেয়াদি সাংস্কৃতিক ও আদর্শগত সংগ্রাম। এর মাধ্যমে সমাজে নতুন চেতনা এবং বিকল্প মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

গ্রামসির মতে পশ্চিমা সমাজে War of Position প্রয়োজনীয়, কারণ সামাজিক স্বীকৃতি এবং সাংস্কৃতিক সম্মতির ছাড়া সরাসরি রাজনৈতিক বিপ্লব কার্যকর হওয়া কঠিন। ফলে, Civil Society এবং সাংস্কৃতিক শক্তিকে একত্রীকরণ করে একটি বিকল্প চেতনা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

গ্রামসির Cultural Hegemony ধারণা লেনিনের সরাসরি রাজনৈতিক কৌশল থেকে একটি মূলত ভিন্ন দৃষ্টিকোণ প্রদান করে। লেনিন রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং অভ্যন্তরীণ দলীয় সংহতির ওপর জোর দেন। গ্রামসি বলেন— কেবল বলপ্রয়োগ নয়, মানসিক ও সাংস্কৃতিক রাজত্ব সমাজের স্থায়ী পরিবর্তন ঘটায়।

তিনি দেখান যে শাসক শ্রেণি জনগণের সম্মতি অর্জনের মাধ্যমে আধিপত্য বজায় রাখে। তাই একটি সফল বিপ্লবের জন্য শুধু রাজনৈতিক দলকে নয়, সিভিল সোসাইটিতে নতুন চেতনা ও মূল্যবোধ সৃষ্টিকারী বুদ্ধিজীবীদের (Organic Intellectuals) ব্যবহার করা আবশ্যক।

লেনিন এবং গ্রামসির এই তুলনা স্পষ্টভাবে বোঝায় যে— লেনিন বাস্তবায়ন-কেন্দ্রিক, গ্রামসি দীর্ঘমেয়াদী সাংস্কৃতিক-কেন্দ্রিক।

গ্রামসি ও আলথুসার:

Gramsci এবং Althusser উভয়ই মার্কসবাদকে শুধু অর্থনৈতিক ভিত্তি-উপরিকাঠামো তত্ত্বের বাইরে নিয়ে গিয়েছেন, তবে তারা দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিশ্লেষণের পদ্ধতিতে পার্থক্য রেখেছেন।

Gramsci-র Cultural Hegemony ধারণা দেখায় যে শাসক শ্রেণি কেবল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বলপ্রয়োগের মাধ্যমে নয়, বরং সিভিল সোসাইটি, শিক্ষা, গণমাধ্যম এবং সংস্কৃতি-র মাধ্যমে সমাজের সম্মতি অর্জন করে। তিনি বলেন যে সমাজের স্থায়ী পরিবর্তনের জন্য War of Position, অর্থাৎ দীর্ঘমেয়াদি সাংস্কৃতিক ও আদর্শগত সংগ্রাম প্রয়োজন।

Althusser, অন্যদিকে, রাষ্ট্রের Ideological State Apparatuses (ISAs) ধারণা প্রবর্তন করেন। ISAs হল রাষ্ট্রের সেই অংশ যা সরাসরি বলপ্রয়োগের মাধ্যমে নয়, বরং শিক্ষা, ধর্ম, পরিবার, গণমাধ্যম ইত্যাদির মাধ্যমে সমাজে শ্রেণি-ভিত্তিক মানসিকতা ও আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে। Althusser দেখিয়েছেন যে অর্থনৈতিক ভিত্তি শুধু সমাজের কাঠামো তৈরি করে না, বরং মানসিক চেতনা ও সাংস্কৃতিক শ্রেণীবিন্যাস তৈরিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

Gramsci এবং Althusser-এর বিশ্লেষণ একে অপরের সাথে সম্পূরক। Gramsci ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে শাসক শ্রেণির আধিপত্য এবং স্বীকৃতি অর্জনের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করেন, যেখানে Althusser কাঠামোগত এবং আদর্শগত প্রক্রিয়ার উপর জোর দেন।

উদাহরণস্বরূপ, Gramsci বলেছিলেন যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান একটি সাংস্কৃতিক যুদ্ধের ক্ষেত্র যেখানে শাসক শ্রেণি নিজেদের আদর্শ ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করে। Althusser এই একই প্রক্রিয়াকে Ideological State Apparatus-এর মাধ্যমে বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষণ করেন।

ফলে, আধুনিক সমাজে সাংস্কৃতিক আধিপত্য বোঝার জন্য Gramsci এবং Althusser-এর দর্শন একত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে। Gramsci বলছেন কিভাবে সমাজের সচেতনতা এবং সম্মতি তৈরি হয়, আর Althusser দেখাচ্ছেন কিভাবে এই সচেতনতা প্রতিষ্ঠান এবং কাঠামোর মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে পুনর্নির্মাণ হয়।

এই তুলনা আমাদের শেখায় যে, সমাজের রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক শক্তি একাধিক স্তরে কাজ করে। সরাসরি রাজনৈতিক শক্তি ব্যবহার (Lenin-style) কেবল একটি মাত্র স্তর, কিন্তু Gramsci ও Althusser-এর মত বিশ্লেষণ দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক পরিবর্তন এবং আদর্শগত স্থায়িত্ব বোঝার জন্য অপরিহার্য।

পোস্ট-মার্কসবাদে গ্রামসির প্রভাব:

বিংশ শতকের শেষার্ধে মার্কসবাদী তত্ত্বের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করতে গিয়ে post-Marxist thinkers নতুন ধারণা উপস্থাপন করেন। post-Marxism মূলত ঐতিহাসিক বস্তুবাদকে সরাসরি অর্থনৈতিক নির্ধারিতর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার প্রবণতার সমালোচনা করে।

গ্রামসি, যদিও ক্লাসিক্যাল মার্কসবাদীর ধারায় পড়েন, তিনি একই সময়ে অর্থনৈতিক নির্ধারিতির সীমা স্বীকার করে নেন এবং সাংস্কৃতিক ও আদর্শগত শক্তি-কে সমাজ পরিবর্তনের জন্য সমান গুরুত্বপূর্ণ বলে দেখান।

Post-Marxist thinkers যেমন Ernesto Laclau এবং Chantal Mouffe, গ্রামসির Cultural Hegemony ধারণাকে ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করে দেখিয়েছেন যে আধুনিক সমাজে ক্ষমতা শুধুমাত্র অর্থনৈতিক শ্রেণি ভিত্তিক নয়; বরং রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক চুক্তি ও বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে বজায় থাকে। তারা Gramsci-এর Civil Society এবং War of Position-এর বিশ্লেষণকে আধুনিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

গ্রামসি ও post-Marxism- দার্শনিকদের মধ্যে সাদৃশ্য হল এই যে, শ্রেণি-ভিত্তিক Reductionism-কে বাদ দিয়ে সমাজকে বহুস্তরবিশিষ্টভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেন। গ্রামসি দেখিয়েছেন যে শাসক শ্রেণি জনগণের স্বীকৃতি এবং সাংস্কৃতিক সম্মতি অর্জন করে আধিপত্য বজায় রাখে। post-Marxists এই দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও সম্প্রসারিত করে বলে যে আধুনিক সমাজে ক্ষমতা শুধুমাত্র শ্রেণি দ্বন্দ্ব নয়, বিভিন্ন সামাজিক চিহ্ন, চেতনা এবং রাজনৈতিক চুক্তির মাধ্যমে বজায় থাকে।

ফলে বলা যায়, গ্রামসি post-Marxism-এর তাত্ত্বিক পূর্বসূরি হিসেবে বিবেচিত হতে পারেন। তিনি দেখিয়েছেন যে Marx-এর অর্থনৈতিক কাঠামো এবং শ্রেণিসংগ্রাম তত্ত্ব তাত্ত্বিক ভিত্তি প্রদান করলেও, আধুনিক সমাজ বিশ্লেষণে সাংস্কৃতিক, আদর্শগত ও রাজনৈতিক স্তরগুলোর সমন্বয় অপরিহার্য। Gramsci-এর Cultural Hegemony এবং Civil Society ধারণা post-Marxists-এর দৃষ্টিভঙ্গির মূল ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই বিশ্লেষণ আমাদের বোঝায় যে আধুনিক রাজনৈতিক দর্শন ও সমাজতত্ত্বে Gramsci-এর তত্ত্ব post-Marxism-এর ধারাকে প্রভাবিত করেছে এবং আজও সমাজ বিশ্লেষণে অপরিহার্য দিক নির্দেশনা প্রদান করে।

দার্শনিক তাৎপর্য:

মার্কস ও গ্রামসির দর্শন আধুনিক রাজনৈতিক দর্শনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক অবদান রাখে। প্রথমত, মার্কস সমাজ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কাঠামোর গুরুত্বকে সামনে নিয়ে আসেন এবং দেখান যে সামাজিক সম্পর্ক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি অর্থনৈতিক ভিত্তির সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। এর ফলে সামাজিক বাস্তবতাকে বোঝার ক্ষেত্রে একটি নতুন পদ্ধতিগত দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে।

দ্বিতীয়ত, গ্রামসি মার্কসের তত্ত্বকে পুনর্ব্যাখ্যা করে দেখান যে ক্ষমতা কেবল অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক শক্তির মাধ্যমে নয়, বরং সাংস্কৃতিক ও আদর্শগত প্রভাবের মাধ্যমেও প্রতিষ্ঠিত হয়। তার সাংস্কৃতিক আধিপত্য ধারণা দেখায় যে সমাজে ক্ষমতার কাঠামো অনেক বেশি জটিল এবং বহুস্তরবিশিষ্ট।

তৃতীয়ত, গ্রামসির অর্গানিক ইন্টেলেকচুয়াল ধারণা সমাজে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক আলোচনার সূচনা করে। এর মাধ্যমে বোঝা যায় যে সামাজিক পরিবর্তন কেবল অর্থনৈতিক শক্তির মাধ্যমে নয়, বরং চিন্তাধারা ও সাংস্কৃতিক সংগ্রামের মাধ্যমেও ঘটতে পারে।

এই কারণে মার্কস ও গ্রামসির চিন্তা আধুনিক রাজনৈতিক দর্শন, সাংস্কৃতিক অধ্যয়ন এবং সমাজ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। এইভাবে তিনি দেখিয়েছেন যে সমাজে ক্ষমতার কাঠামো বুঝতে হলে সাংস্কৃতিক এবং আদর্শগত ক্ষেত্রকেও গুরুত্ব দিতে হবে।

এই কারণে অনেক দার্শনিক মনে করেন যে গ্রামসি Classical Marxism এবং Contemporary Cultural Theory-এর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সেতুবন্ধন তৈরি করেছেন।

সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা:

আধুনিক বিশ্বে রাজনীতি, সংস্কৃতি এবং গণমাধ্যমের সম্পর্ক অত্যন্ত জটিল হয়ে উঠেছে। বর্তমান সমাজে গণমাধ্যম, শিক্ষা ব্যবস্থা এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শ সমাজে প্রচারিত হয়।

এই প্রেক্ষাপটে গ্রামসির সাংস্কৃতিক আধিপত্য তত্ত্ব আধুনিক সমাজ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ, গণমাধ্যমের মাধ্যমে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ধারণাকে জনপ্রিয় করে তোলা বা শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা—এসব ঘটনাকে গ্রামসির তত্ত্বের আলোকে বিশ্লেষণ করা সম্ভব।

ফলে মার্কস ও গ্রামসির চিন্তা কেবল ঐতিহাসিক গুরুত্বই বহন করে না; বরং সমকালীন সমাজ ও রাজনীতির বিশ্লেষণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উপসংহার:

উপরের আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে অ্যান্তোনিও গ্রামসি মার্ক্সীয় তত্ত্বকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করে একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দর্শন নির্মাণ করেছেন। Marx-এর ঐতিহাসিক বস্তুবাদ এবং শ্রেণিসংগ্রামের তত্ত্ব অর্থনৈতিক কাঠামো এবং রাজনৈতিক শক্তির উপর গুরুত্ব প্রদান করলেও, Gramsci দেখিয়েছেন যে সমাজের ক্ষমতা শুধু অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক নয়, বরং সাংস্কৃতিক ও আদর্শগত স্তরে বিকাশ লাভ করে।

Gramsci-এর Cultural Hegemony-র ধারণা প্রমাণ করে যে শাসক শ্রেণি জনগণের সচেতন সম্মতি এবং সাংস্কৃতিক স্বীকৃতি অর্জনের মাধ্যমে আধিপত্য বজায় রাখে। Civil Society, Organic Intellectual, এবং War of Position-এর মত ধারণাগুলি বোঝায় যে দীর্ঘমেয়াদি সাংস্কৃতিক এবং আদর্শগত সংগ্রাম ছাড়া আধুনিক সমাজে বড় ধরনের সামাজিক পরিবর্তন সম্ভব নয়।

লেনিনের সরাসরি রাজনৈতিক কৌশল (War of Manoeuvre) এবং Gramsci-এর সাংস্কৃতিক-কেন্দ্রিক কৌশল (War of Position)-এর তুলনা আমাদের বোঝায় যে আধুনিক সমাজে বিপ্লব বা সামাজিক পরিবর্তন কেবল রাজনৈতিক দল বা রাষ্ট্রক্ষমতার উপর নির্ভরশীল নয়। দীর্ঘমেয়াদি সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রস্তুতি অপরিহার্য।

Althusser-এর Ideological State Apparatus ধারণা এবং post-Marxist thinkers-এর Gramsci-এর Cultural Hegemony-এর প্রসঙ্গ দেখায় যে আধুনিক সমাজে শক্তি এবং ক্ষমতা বহুস্তরবিশিষ্ট, যেখানে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং আদর্শগত স্তর একে অপরের সঙ্গে আন্তঃসংযুক্ত।

ফলে বলা যায়, Gramsci একদিকে Marx-এর তাত্ত্বিক উত্তরাধিকার বহন করেছেন, অন্যদিকে তিনি Marxism কে post-Marxist প্রেক্ষাপটে পুনর্গঠন করে সমাজ বিশ্লেষণের জন্য একটি স্বতন্ত্র কাঠামো প্রদান করেছেন। আধুনিক রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব এবং সাংস্কৃতিক বিশ্লেষণে Gramsci-এর চিন্তা আজও অপরিহার্য এবং প্রাসঙ্গিক।

Gramsci-এর তত্ত্ব থেকে আমরা শিখতে পারি যে সামাজিক পরিবর্তন, রাজনৈতিক শক্তি এবং সাংস্কৃতিক আধিপত্যের মধ্যে সম্পর্ক বোঝা ছাড়া সমাজ বিশ্লেষণ অসম্পূর্ণ। ফলে, আধুনিক রাজনৈতিক দর্শন, সমাজতত্ত্ব এবং সাংস্কৃতিক গবেষণায় Gramsci-এর তত্ত্ব একটি মৌলিক

Footnote:

[i] Karl Marx, *A Contribution to the Critique of Political Economy.* (Moscow: Progress Publishers, 1859).
[ii] Ibid, p. 20.
[iii] Karl Marx, *Capital: A Critique of Political Economy,* Vol. I (London: Penguin Classics, 1867).
[iv] Karl Marx, *A Contribution to the Critique of Political Economy.* (Moscow: Progress Publishers, 1859).
[v] Antonio Gramsci, *Selections from the Prison Notebooks,* (New York: International Publishers,1971).
[vi] Andrew Heywood, *Political Ideologies: An Introduction,* 6th ed. (London: Palgrave Mllan,2017).
[vii] Louis Althusser, "*Ideology and Ideological State Apparatuses",* in *Lenin and Philosophy and Other Essays* (New York: Monthly Review Press,1971).
[viii] Karl Marx, *Capital: A Critical of Political Economy,* Vol.1 (London: Penguin Classics, 1867).
[ix] Antonio Gramsci, *Selections from the Prison Notebooks,* (New York: International Publishers,1971).
[x] Ibid, p. 12.
[xi] Ibid, p. 5.

Bibliography:

1. Marx, Karl and Friedrich Engels. *The Communist Manifesto*. 1848.
2. Marx, Karl. *A Contribution to the Critique of Political Economy.* 1859.
3. Marx, Karl. *Capital.* Vol. I. 1867.
4. Lenin, Vladimir. *State and Revolution.*
5. Gramsci, Antonio. *Selections from the Prison Notebooks.*
6. Forgacs, David, ed. *The Antonio Gramsci Reader.*
7. Althusser, Louis. *Ideology and Ideological State Apparatuses.*
8. Heywood, Andrew. *Political Ideologies.*
9. Simon, Roger. *Gramsci's Political Thought.*
10. Hall, Stuart. *Cultural Studies and the Legacy of Gramsci.*
11. Bottomore, Tom. *A Dictionary of Marxist Thought.*